কুমিল্লা

খোশবাসের মানুষ নেই খোশমেজাজে

মারুফ রনি

'পুলিশ আর সন্ত্রাসী আমাদের তাড়া করে ফিরছে। ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।' এ অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে এক মেয়ের।

গত ১২ জুলাই ভিকারুননিসা কলেজের ছাত্রী হুমায়রা নাজমুন নাহার বৃষ্টি তার প্রেমিক জাভেদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। জাভেদ তার চাচাতো ভাই। তাদের মধ্যে প্রেম ছিল দীর্ঘ ৫ বছর। এ সম্পর্কের কথা দুই বছর আগে প্রথম জানতে পারেন জাভেদের বাবা-মা। তারা বৃষ্টির বাবা আব্দুল ওয়াকিল হাক্কানিকে বিষয়টি জানালে তিনি রেগে যান। এরপর থেকেই মেয়ের ওপর চলতে থাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

জাভেদের হাত ধরে পালিয়ে যায় সেদিনই বৃষ্টির বাবা ওয়াকিল হাক্কানি তার বড় ভাই আব্দুল কাইয়ুম কায়কোবাদ, ভাবী দিল আক্তারসহ ভাতিজা জাভেদ ও তার বন্ধুদের নামে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে অপহরণ মামলা করেন। তারা সবাই কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার খোশবাস গ্রামের বাসিন্দা। আব্দুল ওয়াকিল হাক্কানি থাকেন ঢাকায়। তিনি অভিযোগ করেন, 'আমার মেয়ে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে বের হলে আসামিরা সবাই মিলে বেইলি রোড এলাকা থেকে অপহরণ করে।'

অন্যদিকে ফোনে বৃষ্টির পালিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি ২০০০-কে বলেন, 'আমার বাবার নিষ্ঠুর আচরণই আমাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।' তিনি বাবার নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আজ আমি বাবার নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

আইনগতভাবে জাভেদ ও বৃষ্টি বিয়ে করলেও বৃষ্টির বাবা হাক্কানির ভয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারছেন না। বৃষ্টি আরো বলেন, 'আমার বাবা খুব খারাপ লোক। সে বিনা দোষে আমার শ্বশুর-শাশুড়িসহ আরোও অনেককে জেলে দিয়েছে।'

ওয়াকিল হাক্কানি ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে খোশবাস গ্রামের আরো অনেকের নাম রমনা থানায় বলেছেন। হাক্কানীর অভিযোগের ভিত্তিতে খোশবাস গ্রামের ফয়জুল আবেদীনের ঢাকাস্থ বাসায় রমনা থানার পুলিশ গিয়েছিল। তাকে বাসায় না পেয়ে ফয়জুল আবেদীনকে রমনা থানায় গিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহের তালিকায় খোশবাস গ্রামের আরো যারা রয়েছেন তাদেরকে রমনা থানার নির্দেশে বরুরা থানার পুলিশ খুঁজছে। ফলে ওই গ্রামের সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। থানায় নাম না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের ভয়ে প্রায় ২০-২৫ জন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের কথা হলে তারা বলেন, হাক্কানি ধূর্ত লোক। তিনি মূলত মেয়েকে ফেরত চান না। তার সঙ্গে বিরোধ রয়েছে এমন লোকদের এ মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করতে চান।

খোশবাস গ্রামের মানুষের অভিযোগের সূত্র ধরে এ মামলায় অভিযুক্ত তুষারের পরিবারের সঙ্গে কথা হয়। তুষারের বাবা দিদারুল আবেদীন ইটালিতে এবং তার দুই চাচাও দেশের বাইরে থাকেন। তার আরেক চাচা ফয়জুল আবেদীন দীর্ঘ ১২ বছর আমেরিকা থাকার পর ২০০০ সালে দেশে ফেরেন। ফয়জুল আবেদীন ও হাক্কানি ছোটবেলা থেকেই একই গ্রামের বাসিন্দা এবং সমবয়সী হওয়ায় তারা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। হাক্কানির গ্রামের বাড়ি ও ফয়জুল আবেদীনের বাড়ি পাশাপাশি। ফয়জুল আবেদীন দেশে ফিরে গ্রামেই বসবাস করার জন্য বাড়ি নির্মাণের কাজে হাত দেন। অবশ্য হাক্কানি অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। গ্রামের বাড়িতে থাকতেন হাক্কানির বড় ভাই কায়কোবাদ। কিন্তু ২০০১ সালের একটি ঘটনায় হাক্কানি ও ফয়জুলের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরে। ২০০১ সালের ২১ ডিসেম্বর ফয়জুল আবেদীনের কাছে টেলিফোনে দেড় লাখ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। এক দিনের মধ্যে এ টাকা না দিলে তাকে খুন করারও হুমকি দেয়। ফোন পাওয়ার পর তিনি পুলিশকে ঘটনাটি জানান এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন রাত ১১টার দিকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে খোশবাস স্কুলের সামনে গেলে পুলিশ হাতেনাতে চারজনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের মধ্যে ছিল হাক্কানির বড় ভাইয়ের দুই ছেলে জাভেদ ও গালিব। এ ঘটনার পর হাক্কানি ও তার বড় ভাই কায়কোবাদ ব্যাপারটা সালিশের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফয়জুল আবেদীন রাজি না হওয়ায় হাক্কানির পরিবারের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার ঠিক ১০ দিন পর হাক্কানি রমনা থানায় ফয়জুল আবেদীন এবং তার চাচাতো ভাই শামসুল আবেদীন ও রেজাউল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, আসামিরা তার মেজো মেয়ে মারিয়া রুদবেলাকে সকাল ৭টায় কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সামনে থেকে অপহরণের পর ৫ লাখ টাকা দাবি করে। এবং দুপুর ১টার সময় কর্ণফুলী গার্ডেন সিটির সামনে আহত অবস্থায় রুদবেলাকে পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসীরা টাকা না নিয়ে আমার মেয়েকে কর্ণফুলী গার্ডেন সিটির সামনে ফেলে রেখে যায়।' এ মামলা এখনো

'আমার বাবার নিষ্ঠুর আচরণই আমাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।' তিনি বাবার নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আজ আমি বাবার নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি'

- নাজমুন নাহার বৃষ্টি

আব্দুল ওয়াকিল হাক্কানির মেয়ে

বিচারাধীন রয়েছে এবং অপহৃত রুদবেলা কোর্টে এখন পর্যন্ত তার জবানবন্দি দেননি। আসামিরা জামিনে রয়েছেন। দুই নম্বর আসামি শামসুল আবেদীন খোশবাস স্কুলের শিক্ষক। তিনি ২০০০-কে বলেন, 'হাক্কানির মেয়েকে যেদিন অপহরণ করা হয়েছে, সে দিন আমি স্কুলে ছিলাম। এছাড়া আমার বয়স ষাটোর্ধ্ব। আমরা পক্ষে তার মেয়েকে জোরপূর্বক অপহরণ ও শারীরিক নির্যাতন সম্ভব নয়।' ফয়জুল আবেদীন ২০০০-কে বলেন, 'মামলা করা হাক্কানির এক ধরনের ব্যবসা। কারণ তিনি বৃষ্টির অপহরণ মামলায়ও আমার নাম থানায় বলেছেন। এ ব্যাপারের থানা থেকে দুই দিন আমার ঢাকার বাসায় পুলিশ এসেছিল।' তিনি আরো বলেন, 'হাক্কানি আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা চেয়েছিল এবং তা দিতে রাজি না হওয়ায় এ মামলায়ও আমার নাম জড়িয়েছে।' রমনা থানায় গিয়ে জানা যায়, বৃষ্টি অপহরণে সাহায্যকারী হিসেবে ফয়জুল আবেদীনের বিরুদ্ধে হাক্কানির অভিযোগ রয়েছে। অথচ বৃষ্টি যার সঙ্গে পালিয়ে গেছে সেই জাভেদ, ফয়জুল আবেদীনের দেয়া চাঁদাবাজি মামলার আসামি। এ মামলাও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে হাক্কানির ঢাকার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তার ছোট ছেলেকে দিয়ে বলানো হয়, তিনি বাসায় নেই। ঘরের ভেতর থেকে তার ছেলেকে দরজা বন্ধ করে দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়। নিচতলার এক ভাড়াটিয়া বলেন, 'কিছুক্ষণ আগেই তিনি বাসায় ফিরেছেন। তার তো বাসায়ই থাকার কথা।'

নাজমুন নাহার বৃষ্টিকে অপহরণ করা হয়েছে কি না, এ ব্যাপারে রমনা থানার এসআই কামাল ২০০০-কে বলেন, 'আমরা ধারণা করছি এটা প্রেমঘটিত ব্যাপার এবং বৃষ্টি জাভেদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির বাবা যেহেতু অভিযোগ করছেন তার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে, সেহেতু আমরা তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।' পুলিশ বৃষ্টির মোবাইলে ফোন করে তাদের ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়েছে। পুলিশের কাছে তারা বগুড়ায় আছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু পুলিশের ধারণা তারা মিথ্যা কথা বলছেন। মূলত বৃষ্টি ও জাভেদ হাক্কানির ভয়েই ফিরে আসছেন না। বৃষ্টি ফোনে ২০০০-কে বলেন, 'জাভেদ ও আমি এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করছি। এ সম্পর্ক বাবা মেনে নিলেই আমরা ফিরে আসব।'

ছবিতে চিহ্নিত ব্যক্তি আব্দুল ওয়াকিল হাক্কানী

তাই হাক্কানির উচিত বৃষ্টি ও জাভেদকে ফিরিয়ে আনা। সেই সঙ্গে বৃষ্টিকে একটি স্বাভাবিক জীবন উপহার দেয়া তাহলে তিনি যেমন শান্তিতে থাকতে পারবেন, শান্তিতে থাকতে পারবেন খোশবাস গ্রামের মানুষও।

সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3